তারিখ 12 APR 2016
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৩

পুস্তক ব্যবসায়ীদের দাবি

শিক্ষার মান প্রশ্নে আপস নয়

একটি শিক্ষা আইনের খসড়া শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে দেওয়া হয় জনসাধারণ, বিশেষত শিক্ষা-সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের মতামতের জন্য। ২০১০ সালের শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের কার্যক্রমে একটি সার্বিক আইন থাকার অংশ হিসেবে ২০১৩ সালেই এ রকম একটি খসড়া প্রচারিত হয়েছিল। প্রাপ্ত মতামতের পরিপ্রেক্ষিতে গত ৩ এপ্রিল ২০১৬ আরেকটি খসড়া দেওয়া হয়। মতামত দেওয়ার শেষ দিন ছিল গত রোববার। সেদিন বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতির ব্যানারে পুস্তক ব্যবসায়ীরা সারাদেশে বইয়ের দোকান বন্ধ রেখে ঢাকায় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে যেভাবে মুখে কালো কাপড় বেঁধে সমাবেশ করলেন, তা শুধু বিস্ময় উদ্রেককারী নয়, ঘটনাটিকে সদাচরণের দৃষ্টান্ত বলা যায় কি? তাদের দাবির নির্গলিতার্থ হলো, তারা প্রাথমিক-মাধ্যমিকের যথেচ্ছ নোটবই, সহায়ক গ্রন্থ ছেপে বাণিজ্য চালু রাখার অধিকার চান। দেশে শিক্ষা প্রসারিত হচ্ছে, ভর্তির হার সন্তোষজনক, বিনা মূল্যে বই দেওয়া হচ্ছে– এগুলো গর্ব করার মতো। আবার প্রাথমিক থেকে উচ্চস্তর পর্যন্ত শিক্ষার মান খারাপ। এটি বিরাট সমস্যা। এতে পুরো জাতি চিন্তিত। মানসম্পন্ন শিক্ষা পাওয়াই বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত মৌলিক অধিকার। এ ছাড়া মানবসম্পদ তৈরি হতে পারে না। আমাদের উন্নয়নের সব প্রচেষ্টা ধুলায় মিশে যাবে শিক্ষার মান উন্নত করতে না পারলে। প্রাথমিক-মাধ্যমিক স্তরে ক্লাসরুম শিক্ষায় ঘাটতি, প্রাইভেট পড়ানো, নোটবই, কোচিং সেন্টার প্রভৃতি অপবাণিজ্য ছাত্রছাত্রীদের কাঁধে এক ব্যয়বহুল মুখস্থনির্ভর সনদসর্বস্ব অপূর্ণ শিক্ষা চাপিয়ে দিয়েছে। এরা পরীক্ষায় আপাত ভালো ফল করে; কিন্তু প্রতিযোগিতায় সক্ষম তরুণ নিতান্ত কম। চার দশক ধরে ক্রমে বাধাহীনভাবে এই দুর্যোগ বেড়ে উঠেছে। এখন প্রাথমিক-মাধ্যমিক স্তরে সৃজনশীল পাঠ্যপুস্তক ও প্রশ্নপত্র, পরীক্ষা পদ্ধতিতে পরিবর্তন, শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধি ও ক্লাসরুম শিক্ষা উন্নত করার যতটুকু চেষ্টাই দৃশ্যমান, সেখানে নিছক বাণিজ্যিক স্বার্থে নোটবই সংস্কৃতি আঁকড়ে থাকতে চাপ দেওয়া কোন সুবুদ্ধির পরিচায়ক? শিক্ষার নীতি ঠিক করবেন কি পুস্তক ব্যবসায়ীরা? চিরকাল প্রকাশকরা সম্মানের আসনে আসীন। পুস্তক ব্যবসায়ীরাও শিক্ষাব্যবস্থার অপরিহার্য অঙ্গ। কিন্তু সবাইকে তো দায়িত্বশীল হতে হবে। আবার শিক্ষাব্যবস্থায় যে ক্লেদ দীর্ঘদিনে জমেছে তা এ ঝটকায় আইন দিয়ে দূর হয়ে যাবে না। সৃজনশীল পদ্ধতির জন্য সব শিক্ষকও তৈরি হননি বলে একটি বাস্তব সমস্যা ধরা পড়েছে। সহায়ক গ্রন্থের অভাবে শিক্ষার্থীদেরও অসহায়বোধ করতে দেখা যায়। শিক্ষার নীতিপ্রণেতা, নেতৃবৃন্দ, উপযুক্ত শিক্ষাবিদদের দ্বারা ধৈর্য, আন্তরিকতা ও শ্রমশীলতার সঙ্গে একটি সময়সীমা নির্ধারণ করে বাস্তবোচিতভাবে কয়েক ধাপে নোটবই-কোচিং জঞ্জালের অবসান ঘটানো যেতে পারে।